Cosmo School

নবম ও দশম শ্রেণি

বাংলা ১ম পত্র

'আশা'

প্রকৃত মনুষ্যত্বের অধিকারীদের সান্নিধ্য পেতে কবি আত্মকেন্দ্রিকতাকে অতিক্রম করতে চান। কবি সিকান্দার আবু জাফর লক্ষ করেছেন যে জাগতিক এই পৃথিবী ক্রমেই জটিল হয়ে আসছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের বাড়ছে ব্যবধান। বিত্তবৈভব অর্জন আর সুখের দুর্ভাবনায় তাদের আয়ু কমে যাচ্ছে। তাই কবি আত্মকেন্দ্রিকতাকে অতিক্রম করে যেতে চাইছেন সেই সব মানুষের কাছে, যারা প্রকৃত অর্থেই মানুষ।

কে কিভাবে সুখী হবে তা নির্ধারিত নয়। মানুষ গতানুগতিকভাবে অর্থ-সম্পদের মধ্যে সুখ খোঁজে। প্রকৃতপক্ষে এতে সুখ তো আসেই না, বরং জীবন আরো যন্ত্রণাময় হয়। বিত্ত-সুখের দুর্ভাবনা ওই সব মানুষকে সুখ না দিয়ে জীবনের আয়ু আরো কমিয়ে দেয়। কিন্তু প্রকৃত সুখী মানুষের অর্থ-সম্পদ না থাকায় ঘুমের সমস্যা হয় না। তারা জীর্ণ কুটিরে নিশ্চিন্তে পরম শান্তিতে ঘুমাতে পারে। কবিও তেমনি সে রকম এক জীবনযাপনের মাঝে যেতে চান, যেখানে ভাঙা বেড়ার ঘরেও মানুষ নির্ভাবনায় ঘুমিয়ে থাকতে পারে। অর্থ-সম্পদের পাহাড় না জমিয়ে, মনের মধ্যে সে জন্য কোনো দীনতা, গ্লানি, সংশয় না রেখে, প্রতিবেশীকে সাহায্য করে, মানুষকে ভালোবেসে তিনি সুখী হতে চান।

গতানুগতিভাবে মানুষ যেভাবে সুখী হয়, সেভাবে সুখী হওয়ার কথা কবি বলেননি। জাগতিক এই পৃথিবী ক্রমেই জটিল হয়ে ওঠায় মানুষের সঙ্গে মানুষের বাড়ছে ব্যবধান। মানুষ ক্রমেই আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ায় মানসিক শান্তি বিনষ্ট হচ্ছে। বিত্তবৈভব অর্জন আর সুখের দুর্ভাবনায় মানুষের আয়ু কমে যাচ্ছে। কিন্তু কবি এসব অতিক্রম করে যেতে চাইছেন সেই সব মানুষের কাছে, যাঁরা প্রকৃত অর্থের মানুষ; মনুষ্যত্বের আলো যাঁরা জ্বালিয়ে রেখেছেন। দরিদ্র হলেও এই মানুষ বিত্তের পেছনে ছোটে না। সোনা-রুপার পাহাড় গড়ে তোলে না। জীর্ণ ঘরে বসবাস করেও তারা সুখী। তুচ্ছ, ছোট ছোট আনন্দে অবগাহনেই তাদের দিন কাটে। সারা দিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর হয়তো তাদের একটি দিনের আহার্যও জোটে না, তবু কোনো দুরাশা বা গ্লানি তাদের গ্রাস করে না। কোনো দীনতা বা সংশয়ে তাদের জীবন ক্লিষ্ট নয়। দারিদ্র্যের মধ্যে থেকেও তারা মানুষকে ভালোবাসতে, প্রতিবেশীকে সাহায্য করতে পারে। কবি তাই মনুষ্যত্বের অধিকারী এসব মানুষের সান্নিধ্য পেতে চাইছেন, হারিয়ে যেত চাইছেন তাদের মাঝে।

প্রশ্ন: কবি কেন আত্মকেন্দ্রিকতাকে অতিক্রম করতে চান? ব্যাখ্যা করো।

প্রশ্ন: মানুষের জীবন থেকে সুখ উধাও হয়ে যাওয়ার কারণ কী?